শ্রমিকশ্রেণী এখন : আইন থাকতেও বঞ্চিত পরিযায়ী শ্রমিক

কী বলবো – 'পরিযায়ী শ্রমিক' নাকি 'প্রবাসী শ্রমিক'? 'স্থানান্তরিত শ্রমিক' চলবে? 'অনাবাসী শ্রমিক' ?? – সে যে নামেই ডাকা হোক, 'শ্রমিক'-এর আগে পরে বিভিন্ন বিভূষণ, বিশেষণ বসিয়ে অষ্টোত্তর শতনামে তাকে ডাকা হোক, আসলে সে শ্রম বেচে খাওয়া একজন মানুষ। কায়িক শ্রম বেচে সে নিজের ও পরিবারের অন্ন সংস্থান করে। উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তার শ্রম। তার ন্যায্য মজুরী ফাঁকি দিয়ে, ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে বাড়তি শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরী হয় যা কুক্ষিগত করে মালিকশ্রেণী। এদেশে, বা কোনো দেশেই, আজও এমন সমাজ বা উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি হয়নি যেখানে শ্রমিক তার ন্যায্য মূল্য পায়। শ্রমিকের শোষণ- বঞ্চনার অবসান হবে, শ্রমিকের শ্রেণীশাসন হবে– এসবই আজও অধরা স্বপ্ন।

কোভিড সময়কালীন পরিস্থিতিতে অতর্কিত লকডাউন ঘোষণায় বিপর্যস্ত শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে অনেক কথাই আলোচিত হয়ে চলেছে। শতাধিক বছর ধরে কাজের খোঁজে বা অন্য কারণে মানুষ ভিন রাজ্যে, ভিন দেশে, ভিনগাঁয়ে, ভিন শহরে যায়। মানুষের সেই চলাচল সর্বদাই মানা হয়েছে। অভাবে, অনটনে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা আরও ভাল আয়ের সন্ধানে মানুষ স্থানান্তরে যেতে থেকেছেন। ইচ্ছেমতো যাতায়াতের স্বাধীনতা এবং সংগঠিত হবার স্বাধীনতা রাষ্ট্রের সংবিধান স্বীকৃত– যতক্ষণ না ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টের মত আইনবলে ব্যক্তি স্বাধীনতা, গতিবিধি, চলাফেলা সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

তথ্যে এক নজর

- *৪৫.৩৬ কোটি ভারতীয় বা দেশের জনসংখ্যার ৩৭%, ২০১১-তে ছিল প্রবাসী পরিযায়ী।*
- *২০০১-এ এই সংখ্যাটা ছিল ৩১ কোটি।*
- *মানে দশ বছরে দেশে প্রবাসী-পরিযায়ী বেড়েছে ৪৫%।*
- *৪৫.৩৬ কোটি প্রবাসী-পরিযায়ীর ৭০% মহিলা।*
- *৪৫.৩৬ কোটি প্রবাসী-পরিযায়ীর ৪৩.৮% বিবাহ-জনিত কারণে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন।*
- *বাকিরা স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, ১৪.৭% কর্ম সংস্থান; ১.২% ব্যবসা; ৩% শিক্ষা; ৬.৭% শিশু জন্ম দেবার পরে ; ২১% পরিবারের সঙ্গে; ৯.৭% অন্যান্য কারণে।*
- *যে ৪৩.৮% বিবাহ-জনিত কারণে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন গত কুড়ি বছরে, তাদের মোট সংখ্যা ৩১.২ কোটি, যার ২১.৭ কোটি নারী।*
- *২০০১ সালে প্রবাসী-পরিযায়ীদের মধ্যে ১০.২% মানে মোট ৪ কোটি মানুষ কর্মসংস্থানের জন্যে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন।*
- *শেষ দশ বছরে ৯ কোটি ৮০ লাখ মানুষ এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বা একই রাজ্যের মধ্যে পরিযাণ বা মাইগ্রেট করেছেন।*
- *এর মধ্যে ৬.১০ কোটি গ্রাম ও ৩.৬০ কোটি শহর থেকে মাইগ্রেট করেছেন।*
- *যারা মাইগ্রেট করেছেন, তাদের বেশিরভাগ গেছেন মহারাষ্ট্র, দিল্লি, গুজরাত ও হরিয়ানা য়।*
- *২০১১র সেন্সাস অনুযায়ী পরিযায়ী শ্রমিকদের ৫০% মানুষ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের, যার মধ্যে ৩৭% বিহার ও উত্তরপ্রদেশের।*
- *শুধুমাত্র দিল্লী ও মুম্বাই-এ মোট প্রায় এক কোটি প্রবাসী শ্রমিক বাস করেন।*
- *ইকনমিক সার্ভের হিসেবে দেখা যায় ভারতে শ্রমজীবী মানুষের শতকরা কুড়ি ভাগ প্রবাসে বাস করেন।*

আমাদের দেশে চার ধরনের শ্রমিক চলাচল হয় — গ্রাম থেকে গ্রাম, শহর থেকে শহর, গ্রাম থেকে শহর এবং শহর থেকে গ্রাম। এই প্রবাসী শ্রমিকদের তিনভাগে ভাগ করা যায় – অস্থায়ী বা ক্যাজুয়াল শ্রমিক, মরশুমি শ্রমিক এবং স্থায়ী শ্রমিক। 'মাইগ্রেশান' বা স্থানান্তরণের প্রধান কারণ হল অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, গ্রামীন কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে যাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন খরা, অতি বর্ষণ, বন্যা, জলসংকট। এছাড়াও দক্ষ কারিগরের উপযুক্ত কাজ না পাওয়া। এ ব্যতীত রয়েছে সরকারি অপরিকল্পিত উন্নয়নের ঠেলায় ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়া এবং 'পাচার'-এর কবলে পড়া মানুষজন। গ্রামীন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ধুলিসাৎ হবার ফলে বেড়েছে কৃষিতে অতিরিক্ত নির্ভরতা। অথচ বছরে ৬ মাস কৃষিতে কোনো কাজ নেই – তাই কৃষি হয়ে পড়েছে অলাভজনক।

"... it will be understood why, on the one hand, a greater or less lack of employment for the agricultural labourer is admitted, while on the other, the gang-system is at the same time declared "necessary" on account of the want of adult male labour and its migration to the towns."[Capital, Volume 1 by Karl Marx. p.651]

পশ্চিমবঙ্গের অগুণতি লোহা কারখানা, মিনি ইস্পাত, রোলিং মিল, কাগজ কল, ময়দাকল, তেলকল, জুট মিলে অন্য রাজ্য থেকে আসা দক্ষ শ্রমিক কারখানা বন্ধ হবার ফলে কাজ খুইয়ে চলে গেছেন রাজস্থান, গুজরাট, দিল্লী, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, ঝাড়খন্ডে। আজ তাই এখানকার চালু কারখানায় দক্ষ ফিটার, ফার্নেসের কাজ জানা শ্রমিক পাওয়া দুষ্কর।

আজকের এই ঘরে ফেরা, নিজ রাজ্যে ফেরা সব শ্রমিককে ২০০ টাকা দৈনিক মজুরিতে মাটি কাটার কাজ করতে বললে সবাই যে তা মেনে নেবেন এমনটা বাস্তবসম্মত নয়। সোনা-রূপা-জরির কাজে দক্ষ শিল্পীর কাছে একাজ গ্রহণযোগ্য না-ই হতে পারে। সহ-নাগরিক হিসেবে আমরা এই শ্রমিক চলাচল বা মাইগ্রেশনকে শ্রমিক শোষণের একটা পন্থা হিসেবে মনে করছি, তাই চেষ্টা করছি তাদের বঞ্চনার দিকটিও তুলে ধরার। তবে পাশাপাশি এটাও সত্য যে শ্রমিক যেখানেই কাজ করুক, সর্বত্রই আইনতঃ প্রাপ্য অধিকার থেকে সে বঞ্চিত। সরকারি নিষ্ক্রিয়তা বা কখনো সক্রিয় মদতে শ্রমিক শোষণ এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়েছে।

প্রবাসী/পরিযায়ী/স্থানান্তরিত/ঠিকা/মাইগ্রেন্ট/অভিবাসী যা-ই হোন না কেন , বাস্তবে এই শ্রমিকদের জন্য যে আইন চালু আছে বিগত ৪০ বছর ধরে, তার সাহায্যে ইচ্ছে করলেই সরকার দেশের কোটি কোটি মাইগ্রেন্ট শ্রমিককে ন্যায্য অধিকার দিতে পারতেন। আইনে প্রতিটি বিষয়ই খুব স্পষ্টভাবে বলা আছে।

১৯৭৭ সাল। দেশে তখন জনতা সরকার। প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই। শ্রম মন্ত্রকের যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেয়ারম্যান করে একটি Compact Committee গঠিত হল যার উদ্দেশ্য ছিল এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের জন্য একটা আইনের খসড়া প্রস্তাব তৈরি করা।

১৯৭৯-এর মে মাসে লোকসভা ও রাজ্যসভায় Interstate Migration Workmen (Regulation of employment and conditions of service) Act ১৯৭৯ আইনটি পেশ করা হয় এবং অনুমোদন পায়। ১১জুন রাষ্ট্রপতি এই আইনে স্বাক্ষর করেন। ১৯৮০ সালের ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে সারা দেশে আইনটি লাগু করা হয়। এই আইনে বলা আছে–

- ৫ জন বা তার বেশি প্রবাসী শ্রমিক কাজ করেন এমন সংস্থায় বছরের যে দিনই নিযুক্ত হোন না কেন, সেই শ্রমিক এই আইনের আওতায় আসবেন।
- যে সব ঠিকাদার বা কন্ট্রাকটর বছরের যে কোনো সময়ে ৫ জন বা তার বেশী শ্রমিক নিয়োগ করেছেন তারাও এই আইনের আওতায় পড়বেন।

প্রবাসী শ্রমিক বা Inter State Migrant Worker বলা হবে তাদের যারা নিজে বা ঠিকাদারের মাধ্যমে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে, সরকারি বা অন্য সংস্থায় কাজ করতে যাবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন মুখ্য নিয়োগকারীর (principal employer) জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে।

আর Contractor বা ঠিকাদার বলা হবে যারা কোনও সংস্থায় শ্রমিক যোগান দেন 'উপ ঠিকাদার' বা 'খাতাদার' বা 'সর্দার'-দের মাধ্যমে।

এই আইনে ওয়ার্কমেন বলতে যে কোনো দক্ষ, আধা-দক্ষ, অদক্ষ শ্রমিক, সুপারভাইজার, টেকনিকাল, ক্লারিকাল কাজের জন্য ঠিকাপ্রাপ্ত কর্মচারি বোঝানো হয়েছে।

- প্রবাসী শ্রমিক কর্মচারিদের বেতন স্থানীয়দের থেকে কম দেওয়া যাবে না, অন্ততঃপক্ষে মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট, ১৯৪৮-এর কম তো নয়ই।
- ভিন রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করতে গেলে মুখ্য নিয়োগকারীকে রেজিস্টার্ড হতে হবে, সরকার নিযুক্ত রেজিস্ট্রি অফিসার যা দেখাশোনা করবে। অনিয়ম দেখলে রেজিস্ট্রেশন বাতিল হবে।
- এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে শ্রমিক যোগান দেবার জন্য ঠিকাদারদের লাইসেন্স নিতে হবে। সরকার তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লাইসেন্সিং অফিসার নিয়োগ করবে। যে রাজ্য থেকে যাচ্ছেন বা যেখানে কাজ করছেন উভয় সরকারের সহ শ্রম-কমিশনার, উপ শ্রম-কমিশনার অথবা শ্রম-কমিশনার এই লাইসেন্সিং অফিসার হিসেবে কাজ করবেন।
- এই আইনে ঠিকাদারদের যা যা দায়িত্ব দেওয়া আছে –

প্রত্যেক মাইগ্রেন্ট শ্রমিককে পাসপোর্ট ছবিসহ একটি পাসবুক দিতে হবে যাতে হিন্দী ও ইংরাজিতে (এবং প্রয়োজনে শ্রমিকের মাতৃভাষায়) লেখা থাকবে :

১) প্রতিষ্ঠানের/সংস্থার নাম যেখানে সে কাজ করবে
২) কতদিনের কাজের চুক্তি হয়েছে
৩) মজুরির হার এবং কিভাবে দেওয়া হবে
৪) স্থানান্তর ভাতা (displacemenr allowance) যা প্রত্যেককে চুক্তি নথিভূক্ত করার সময়ই দেয়
৫) চুক্তি শেষ হবার পর বাড়ি ফেরার খরচ
৬) কোনো টাকা মজুরি থেকে কাটা হলে তার রাশি।

যদি এই সব চুক্তির কোনো রদবদল হয় তবে যে রাজ্য থেকে শ্রমিক এসেছেন এবং যে রাজ্যে কাজ করতে গেছেন উভয় রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মহলে তা জানাতে হবে চুক্তি শুরু হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে। চুক্তি শেষে শ্রমিক যখন ফিরবেন তখনও দুই রাজ্যের অধিকারিদের জানাতে হবে যে শ্রমিকের সমস্ত প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বাড়ি ফেরার গাড়িভাড়াও দেওয়া হয়েছে। এই পাসবুকটি সময়ে সময়ে আপডেট করার দায়িত্ব ঠিকাদারের কিন্তু এটি সবসময় সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের হেফাজতেই থাকবে।

- আইনটির চ্যাপ্টার V-এর ১৩ নং ধারায় বলা আছে বেতনের হার, কাজের সময়, ছুটি ও অন্যান্য প্রাপ্য সুযোগ সুবিধার বিষয়ে। এ-ও বলা আছে বেতন দিতে হবে নগদ টাকায়, অন্য কোনো ভাবে নয়।
- ধারা ১৪ অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিক অফেরতযোগ্য স্থানান্তর ভাতা (Displacement Allowance) পাবেন নিয়মিতভাবে, যা তার মাসিক বেতনের ৫০ শতাংশ।
- ধারা ১৫-তে বলা আছে প্রত্যেককে নিজের বাড়ি থেকে কর্মস্থানে যাওয়া-আসার ভাড়া (Journey Allowance) দেবেন ঠিকাদার। আর এই যাতায়াতের দিনগুলোর মজুরীও ঠিকাদার তাকে দিতে বাধ্য থাকবে।

অন্যান্য যে সমস্ত সুবিধা মাইগ্রেন্ট শ্রমিকদের প্রাপ্য তার ঠিকাদারের কাছ থেকে :

ক) নিয়মিত বেতন পাচ্ছে কিনা তা দেখভাল করা
খ) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমকাজে সমবেতন
গ) উপযুক্ত বাসস্থান পরিবারসহ থাকার জন্য
ঘ) চিকিৎসার যাবতীয় সুযোগসুবিধা বিনামূল্যে
ঙ) বিশেষ বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে সুরক্ষা সরঞ্জাম
চ) দুর্ঘটনা ঘটলে উভয় রাজ্যের সংশ্লিষ্ট অফিসারদের ও পরিবারকে জানানো।

ধারা ১৪, ১৫ এবং ১৬ অনুযায়ী কোনো ঠিকাদার প্রবাসী শ্রমিকদের এই প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা দিতে অস্বীকার করলে, মুখ্য নিয়োগকারীকে তখন এই দায়িত্ব পালন করতে হবে যেটা সে ঐ ঠিকাদারের কাছ থেকে আদায় করে নেবে। চুক্তির খেলাপ হলে শ্রমিকরা শিল্পবিরোধ নিস্পত্তি আইন মোতাবেক নিজের রাজ্যে এবং প্রবাসী রাজ্যে নালিশ জানাতে পারেন।

আইনে স্পষ্টভাবে আরো বলা আছে যে, সমস্ত মুখ্য নিয়োগকারীকে একটা রেজিস্টার রাখতে হবে যাতে থাকবে কোন

শ্রমিক কী ধরণের কাজ করেন কত মজুরিতে ও আর কি কি সুবিধা তাকে দেওয়া হয়। প্রত্যেক ঠিকাদারকেও এমন রেজিস্টার রাখতে হবে এবং যে জায়গায় শ্রমিকরা কাজ করেন সেখানে প্রকাশ্যভাবে এই লিস্ট টাঙিয়ে রাখতে হবে কাজের সময় এবং কাজের ধরন সমেত।

এই আইনে বিশদে বলা আছে কোনো ঠিকাদার যখন কোনো শ্রমিক বা শ্রমিক গোষ্ঠীকে অন্য রাজ্যে নিয়ে যাবেন তখন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের লাইসেন্সিং অফিসারের কাছ থেকে লিখিত রেজিস্ট্রেশন বা সম্মতিপত্র নিতে হবে। যে কাজে তিনি শ্রমিকদের নিয়ে যাচ্ছেন তার প্রকল্প মূল্য, কতদিনের কাজ বা মজুরি কত দেবেন, কীভাবে দেবেন জানানোর পর লাইসেন্সিং অফিসারের কাছে প্রকল্পমূল্যের ৪০ শতাংশ টাকা শর্তসাপেক্ষে জমা রাখতে হবে। যদিও এক্ষেত্রে একটি আইনী ফাঁক আছে। লাইসেন্সিং অফিসার চাইলে প্রকল্পমূল্য কমিয়ে দিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে ২০০৫-'০৬ পর্যন্ত অন্য রাজ্যে বিশেষতঃ দিল্লী, মহারাষ্ট্রে যাওয়া শ্রমিকদের ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং অফিসাররা সক্রিয় ছিলেন।

> *"The Irish famine of 1846 killed more than 1,000,000 people, but it killed poor devils only. To the wealth of the country it did not the slightest damage. The exodus of the next 20 years, an exodus still constantly increasing, did not, as, e.g., the Thirty Years' War, decimate, along with the human beings, their means of production. Irish genius discovered an altogether new way of spiriting a poor people thousands of miles away from the scene of its misery. The exiles transplanted to the United States, send home sums of money every year as travelling expenses for those left behind. Every troop that emigrates one year, draws another after it the next. Thus, instead of costing Ireland anything, emigration forms one of the most lucrative branches of its export trade.Finally, it is a systematic process, which does not simply make a passing gap in the population, but sucks out of it every year more people than are replaced by the births, so that the absolute level of the population falls year by year."[Capital, Volume 1 by Karl Marx. p.658]*

ট্রেড ইউনিয়নগুলো চাইলে এই আইনের সঠিক ব্যবহার করেতে পারত এই সময়ে, যখন কোভিড-১৯ সংকট চলাকালীন রাষ্ট্র তথা সরকার এই মাইগ্রেন্ট শ্রমিকদের দায়-দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছেন। এই আইনের বলে শ্রমিকরা কেন সমস্ত প্রাপ্য সুযোগসুবিধা ঠিকাদার, অন্যথায় মুখ্য নিয়োগকারীর কাছ থেকে পাবে না এই প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্ট যেভাবে একাধিক আবেদনকে নস্যাৎ করেছে তা সত্যিই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে এক দূর্লভ নজির। আসলে, কোনো শ্রমিককে মাইগ্রেন্ট বললেই বঞ্চনা হয় না, নির্দিষ্ট আইনের অধিকার থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র ও দেশের সরকার কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে বঞ্চনা করেছেন। মাইগ্রেন্ট শ্রমিকদের প্রাপ্য অধিকারগুলো যদি ঠিকমতো রক্ষা করা যেত তবে লাখ-লাখ মানুষের পদযাত্রা-বিক্ষোভ-অনাহার-মৃত্যুর দৃশ্য দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিককে দেখতে হত না। আইন কার্যকর না করার দায় কার? কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়েই এমন একটা ছবি তৈরি করে ফেললেন দেশ জুড়ে যেন এই অজস্র প্রবাসী শ্রমিকরা মস্ত অপরাধ করে ফেলেছেন!

ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৬, সপ্তম সিডিউলের কেন্দ্রীয় তালিকায় ৮১ নং উপধারায় বলা আছে, Inter-state Migrant এবং Quarantine এর কথা। এই বিষয় দুটি Union List এর অন্তর্গত হওয়ায় তা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। চার ঘন্টার মধ্যে গোটা দেশকে তালাবন্দী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সংবিধানে লিপিবদ্ধ আইনসিদ্ধ অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না।

কলকাতা, ১২ জুলাই, ২০২০

যোগাযোগ : 9831172060
nagarikmancha@gmail.com